কুষ্টিয়ায় আরও ২০ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২২৩

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত আরও ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এর মধ্যে ১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও পাঁচ জন।

এই সময়ে ৬৬৬টি নমুনা পরীক্ষায় ২২৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ৩৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

রোববার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত এই মৃত্যু ও শনাক্ত হয়। একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ২৩৮ জন।

করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আশরাফুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, করোনায় মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অন্যদিকে উপসর্গ নিয়ে যারা মারা গেছেন, তারা রোববার বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের ২০০ শয্যার করোনা করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে ভর্তি আছেন ২১৭ জন এবং জেলায় হোম আইসোলেশনে আছেন তিন হাজার ৪০৭ জন।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৪২২ জন এবং এর মধ্যে মারা গেছেন ৪৯৫ জন।

কুষ্টিয়ায় জরিমানার পরিবর্তে

খাদ্য সহায়তা দিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট

কুষ্টিয়ায় সরকার ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে চা দোকানীসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা।

রবিবার কুষ্টিয়া পৌরসভার বিভিন্ন স্থান ঘুরে এ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। জানা গেছে, দেশের করোনা সংক্রমণের তৃতীয় ধাপে দেশ ব্যাপী লকডাউন (এবং কুষ্টিয়ায় সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সপ্তাহের তিন দিন দুপুর একটা পর্যন্ত কাচারবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দোকান খোলার) তৃতীয় দিনে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পৌর এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় কিছু, চায়ের দোকান, অটোচালকদের গাড়ি চালাতে বন্ধ রাখার জন্য ও লক ডাউনের আদেশ মেনে চলতে উৎসাহিত করতে প্রচারণা করা হয়।

এ সময় ওই অটো-চালক, চা দোকানী ও এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের হাতে প্রত্যেকের কাছে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেন।

এদিকে সকাল থেকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মহায়মিন আল জিহান ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসানের নেতৃত্বে পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রায় অর্ধশতাধিক নিম্ন আয়ের মানুষদের হাতে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন। প্রতিজনকে ১০ কেজি করে চাল, এক কেজি করে ডাল, আলু, পিয়াজ, তেল, লবণ প্রদান করেন।
এ বিষয়ে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মহায়মিন আল জিহান বলেন, অটোরিক্সা চালকরা পেটের টানে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে। তাই তাদের প্রথমেই জরিমানা করলে তারা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তাদের বিষয়টি মানসিকভাবে চিন্তা করে তাদের জরিমানা না করে লকডাউন কার্যকর করতে উৎসাহিত করা সহ তাদের এক সপ্তাহের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসান বলেন, সরকার ঘোষিত চলমান বিধি-নিষেধ না মানায় চা-দোকানি ও নরসুন্দরসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের

মানুষেরা মোবাইল কোর্টে শাস্তির মুখোমুখি হলেও কুষ্টিয়া জেলার বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম এঁর নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক খাদ্য সহায়তা তুলে দেওয়া হয়৷ একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিবেচনায় তাদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ হার বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া কর্তৃক জারিকৃত চলমান বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি জেলা পুলিশ সম্মিলিতভাবে জেলা শহর ও কুষ্টিয়া পৌরসভার বিভিন্ন এলাকাসমূহে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এসময় তিনি আরও জানান, কুষ্টিয়া জেলায় করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার কমিয়ে আনতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি চলমান বিধি-নিষেধ মেনে চলতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করছি। একই সাথে জরুরি খাদ্য সহায়তা পেতে ৩৩৩ নম্বরে এসএমএস করতেও অনুরোধ জানান তিনি।

স্যাণ্ডেল পায়ে মসজিদে উঠতে নিষেধ করায় মুয়াজ্জিনকে মারধর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমমপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রামে স্যান্ডেল পায়ে মসজিদে উঠতে নিষেধ করায় বাকবিতণ্ডার এক পর্যায় মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এতে মসজিদের মুয়াজ্জিনসহ ৪ জনকে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নের দোস্ত গ্রাম জামে মসজিদে রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে গ্রামের জুলহাসের ছেলে জুয়েল রানা (২২) স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে মসজিদের ওযুখানা হয়ে

বাতরুমে যাচ্ছিলো।

এসময় খোরশেদের ছেলে মসজিদের মুয়াজ্জিন রবিউল ইসলাম স্যাণ্ডে পায় দিয়ে উঠতে নিষেধ করেন। এনিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে জুয়েল তার চাচাত ভাই মন্টুর ছেলে রকিবুল মুয়াজ্জিনকে মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করে।

এসময় মুয়াজ্জিমের পিতা খোরশেদ, মা রোকেয়া খাতুন, ভাই রহমান ও বোন ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী হাফিজা খুতুন ঠেকাতে আসলে তাদেরকেও মারপিট করে।

এঘটনায় মুয়াজ্জিমের ভাই বাদি হয়ে দর্শনা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত ৯ চিকিৎসক

কুষ্টিয়া করোনা হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দিতে গিয়ে গত ২০ দিনে ৯ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এতে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাঁদের মনোবল ঠিক রাখতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে জরুরি সভা করেছে করোনা হাসপাতাল ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

রবিবার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত ওই সভায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ দেলদার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক সালেক মাসুদ, সহকারী অধ্যাপক নাসিমুল বারী, আকরামুজ্জামান, ডাঃ রতন কুমার পাল, ডা: ইকবাল কবির, হাসপাতালের এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডাঃ আরিফুল ইসলাম ও করোনা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আশরাফুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদ সূত্র জানায়, গত

বাপ্পী খাবার, এন –৯৫ মাস্ক ও কিছু ওষুধ দিয়ে সহযোগিতা করছেন।

পজিটিভ শনাক্ত হওয়া ইন্টার্ন চিকিৎসক মামুনুর রশীদ বলেন, ‘নাসিমুল বারী স্যার সব সময় সাহস জোগাচ্ছেন। খাবারসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়ে নিজেরা সাহস পাচ্ছি।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ী হত্যার ১১দিন পর ছাত্রলীগ নেতাসহ ৬জনের বিরুদ্ধে মামলা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন বিশ্বাসকে (৪৯) হত্যার ১১ দিন পর আদালতের নির্দেশে মামলা নিয়েছে পুলিশ। রবিবার কুমারখালী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদকসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করে কুমারখালী থানায় এই মামলা রুজু করা হয়।

মামলার আসামিরা হলেন কুমারখালী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. রাসেল হোসেন, মো. আফজাল হোসেন, মো. মুক্তার হোসেন, মো. হাবিবুর রহমান, মো. আলম কাজী ও হাবিবুর রহমান হান্নান।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ জুলাই কুমারখালীর শিলাইদহ ইউনিয়নের নাউথী গ্রামের ব্যবসায়ী ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নাসির উদ্দিন রাত ৯টার দিকে শিলাইদহ থেকে কুষ্টিয়ায় যাওয়ার পথে সৈয়দ মাসুদ রুমি সেতুর ওপর পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা আসামিরা তাঁকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ফেলে রেখে যায়।

পরে পথচারীর মোবাইল ফোন পেয়ে নাসিরের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নাসিরকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি জানান মামলায় উল্লেখিত ব্যক্তিরা হত্যার

উদ্দেশে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে।

নিহত ব্যবসায়ীর ভাই ও মামলার বাদী মো. বশির উদ্দিন জানান, গত ১৫ জুলাই কুমারখালী থানায় আসামিদের নাম উল্লেখ করে এজাহার জমা দিলে থানা মামলা না নিয়ে ফেরত দেয়। পরদিন ১৮ জুলাই আদালতে মামলা করেন তাঁরা। আদালতের নির্দেশে গতকাল হত্যা মামলা রুজু করে কুমারখালী থানা পুলিশ।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, আদালতের নির্দেশে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় লকডাউন বাস্তবায়নে ৩য় দিনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা! অর্থদন্ড

দামুড়হুদায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৮ টি মামলায় ১০ জনের অর্থদন্ড প্রদান করেছেন মেবাইল কোর্টের বিচারক সুদীপ্ত কুমার সিংহ।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর নেতৃত্বে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবি ও আনসার সদস্য’র সমন্বয়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে দেশব্যাপী লকডাউন বাস্তবায়নে তদারকি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

মেবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

মেবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দেখা গেছে, বিয়ের উৎসব শেষ করে মাইক্রোবাসে জীবননগর এর আন্দুলবাড়িয়া থেকে দামুড়হুদার গোপালপুর গ্রামে যাচ্ছেন। আবার অনেকেই পরিবার নিয়ে ঘুরছেন। অনেকেই বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে, অনেকেই আবার মুুখে

মাস্ক নেই ইত্যাদি সহ বিভিন্ন অপরাধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৬৯ ও

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ধারায় ৮ টি মামলায় ১০ জনকে ৯ হাজার টাকার অর্থদন্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে লকডাউন বিধি লঙ্ঘন করায় দুজনকে জরিমানা

তৃতীয় দফার কঠোর লকডাউনের তৃতীয় দিনেও জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মানাতে ও ঘরে রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন গাংনী উপজেলা প্রশাসন। লকডাউন কার্যকর করতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

রবিবার গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলমের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার বামুন্দি বাজার ও গাংনী পৌরসভা এলাকায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

এসময় বামুন্দি বাজারে স্বাস্থ্যবিধি ভংগের দায়ে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারা অনুসারে ২ জন ব্যাক্তিকে ২ টি মামলায় মোট ২৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বামুন্দি পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যবৃন্দ। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান অভিযান পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযানে ৭ জুয়াড়ি আটক

জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়িকে আটক করেছে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি দল। জানা গেছে রবিবার বিকালের দিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর শাহ আলমের নেতৃত্বে

গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ভিটাপাড়ার জামালের ইপিল ইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এসময় জুয়াড়ীদের নিকট থেকে প্রায় ১৮ হাজার টাকাসহ জুয়া খেলার সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়।

জুয়া খেলা অবস্থায় চৌগাছা বাগান পাড়া গ্রামের নেক মোহাম্মদের ছেলে ফারুক (৩৫), চৌগাছা মসজিদ পাড়া গ্রামের আব্দুল মান্নাফ এর ছেলে গোলাম কিবরিয়া(৫০), চৌগাছা পশ্চিম পাড়া গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে তহিদুল ইসলাম(৪৫), চৌগাছা মোল্লা পাড়া গ্রামের বাবুল আলীর ছেলে নজরুল ইসলাম(৩৫), গাংনী ভিটা পাড়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে মোতালেব হোসেন(৩৫), মুজিবুর রহমানের ছেলে আলিউল ইসলাম(৩০), চৌগাছা পূর্ব পাড়া গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে আনিসুর রহমান(৫২)কে গ্রেপ্তার করেন।

এ সময় তাদের নিকট থেকে নগদ ১৭ হাজার ৯শ টাকা এবং জুয়া খেলার সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। অভিযানে অন্যদের মধ্যে ডিবির এসআই মুক্ত রায় চৌধুরী (পিপিএম), অজয় কুমার কুন্ডু, এসআই বিশ্বজিৎ, এএসআই হেলাল, মাহাতাব উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

মেহেরপুরে আরও ৬০ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৩

মেহেরপুরে নতুন করে ৬০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২৪ জন, গাংনীতে ১৯ জন, মুজিবনগর ১৭ জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ২৩৯ টি। তারমধ্যে ৬০ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৮২ জন। তার মধ্যে সদরে ১২৩ জন, গাংনীতে ৩৩৪ জন এবং মুজিবনগরে ১২৫ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১২৪ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৫৫

জন, গাংনী ৪৩ জন ও মুজিবনগরে ২৬ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচিঁ কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মিরপুরে করোনা স্বেচ্ছাসেবক, চিকিৎসক ও সংবাদকর্মীদের মাঝে ফেস শিল্ড বিতরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ছাত্রলীগের করোনা স্বেচ্ছাসেবক টিম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ও প্রেসক্লাবের সংবাদকর্মীদের মাঝে সুরক্ষা সামগ্রী ফেস শিল্ড প্রদান করা হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক কামারুল আরেফীনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব সুরক্ষা সামগ্রী ফেস শিল্ড প্রদান করা হয়।

রবিবার বিকেলে মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস ও মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন সংশ্লিষ্টদের কাছে এসব হস্তান্তর করে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে মাস্কের থেকেও বেশি সুরক্ষা নিশ্চিত করে ফেস শিল্ড। তিনি বলেন, দীর্ঘক্ষণ মাস্ক পরে থাকার কারণে অনেকের মধ্যেই ইদানীং শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা আগে থেকেই রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ মাস্ক পরে থাকা প্রায় অসম্ভব।

এ ক্ষেত্রে মাস্কের সবচেয়ে কার্যকরী বিকল্প হল ফেস শিল্ড। আমি ব্যাক্তিগতভাবে মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের করোনা স্বেচ্ছাসেবক টিম কে ৩০ টি, মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তাদের ২০টি এবং মিরপুর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের ১০ টি ফেস শিল্ড

□□□□□□ □□□□□□